চন্ডীমঙ্গল কাব্য

উপস্থাপক

এ. টি. এম. সাহাদাতুল্লা

চন্ডীমঙ্গল

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য ধারার অন্যতম শাখা চন্ডীমঙ্গল কাব্যধারা। চৈতন্যপূর্ব যুগে এই ধারার সূত্রপাত হলেও তার কোনো নিদর্শন পাওয়া যায়নি। চৈতন্য পরবর্তী যুগে এই ধারা বিকাশ লাভ করে। মুকুন্দ চক্রবর্তী এই ধারার শ্রেষ্ঠ কবি তার কাব্যের নাম ‘অভয়ামঙ্গল’।

কাব্য কাহিনির পর্ব

চন্ডীমঙ্গলের কাহিনী দুটি ধারায় বিন্যস্ত কালকেতুর উপাখ্যান ও ধনপতি সওদাগরের উপাখ্যান। কালকেতুর উপাখ্যান আমাদের পাঠ্য। প্রধান চরিত্র কালকেতু, ফুল্লরা, ভাড়ু দত্ত, দেবী চণ্ডী।

রচনাকাল

কবির আত্মজীবনী থেকে কাব্যের রচনাকাল বিষয়ে সরাসরি কোনো তথ্য জানা যায় না। অনুমান করা হয় ১৫৯৪ থেকে ১৬০৩ সালের মধ্যে কাব্যটি লিখিত। তবে কোনো সাহিত্য ইতিহাসবিদ এই বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলেননি।

কাব্যের বিশেষত্ব

- মুকুন্দের কাব্যের সবচেয়ে বিশেষত্ব হলো এর বাস্তবরস। কবি বাস্তব জীবনকে যেভাবে দেখেছেন কাব্য কাহিনি প্রায় একই রকম ভাবে সাজিয়ে তুলেছেন। ব্যক্তি জীবনে কবি খুবই দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে দিন অতিক্রম করেছেন। সেই প্রভাব আছে কাব্যে। তাঁর ভাষায় ব্যঙ্গ বিশেষ নেই আছে প্রসন্নতা।
- হাস্যরস সৃষ্টিতে কবি অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। পশুদের মনুষ্যোচিত আচরণে কবির স্মিত হাস্য রসের পরিচয় পাওয়া জায়। যেমন--

  “উই চারা খাই বনে নামেতে ভালুক।
  নিউগি চৌধুরী নই না রাখি তালুক।।”

- চরিত্র চিত্রনে মুকুন্দ অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কালকেতু, ফুল্লরা, ভাড়ু দত্ত, মুরারিশীল অত্যন্ত বাস্তব ও জীবন্ত চরিত্র।

- কাব্য কাহিনির বর্ণনাভঙ্গি অত্যন্ত প্রশংসনীয়। বিস্তৃত ও খুঁটিনাটি বর্ণনায় কবি বিশেষভাবে দক্ষতা দেখিয়েছেন। কাব্য কাহিনির বর্ণনার বিশেষত্ব গুণে মুকুন্দের কাব্যে উপন্যাসের লক্ষণ খুঁজে পেয়েছেন পরবর্তীকালের সমালোচকরা।

- ফুল্লরার বারোমাস্যা বর্ণনা, দেবী চণ্ডী চরিত্রের নবায়ন, কাব্যকাহিনিকে আধুনিকতার পর্যায়ে উন্নীত করেছে।

ধন্যবাদ